ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৭ চৈত্র ১৪২২, ৩১ মার্চ ২০১৬

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৬তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ২০১৬ ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

বঙ্গবন্ধুর ৯৬তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস

নতুন প্রজন্মের সাথে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মূল্যবোধের সেতুবন্ধন তৈরি করতে হবে -উপাচার্য

বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গত ১৭ মার্চ ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৬তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে।

জন্মদিনের প্রাক্কালে রাত ১২টা ১ মিনিটে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে কেক কাটার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচী। অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল- সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যগণ সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে উপাচার্যের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, যুগ্ম সম্পাদক নীলিমা আকতার, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড ইউনিটের পক্ষ থেকে গোলাম রব্বানী, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বঙ্গবন্ধু সমাজ কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো: ইমাম হোসেন শেখ, কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো: রেজাউল ইসলাম এবং কারিগরি কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো: মোজাম্মেল হক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান আলোচনা সভা পরিচালনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয়বোধের সর্বোপরি দেশপ্রেমের আদর্শে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান *২য় পৃষ্ঠায়দেখুন*

উপাচার্যের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন

উপাচার্যের 'SUSWM World Peace Award' এবং 'Dr. B.R. Amberdkar Great Wisom-Gem Award' লাভ

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা বিস্তার এবং মানবতাবাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক SUSWM World Peace Award এবং Dr. B.R. Amberdkar Great Wisom-Gem Award লাভ করেছেন। গত ১৩ মার্চ ২০১৬ কলকাতায় 'সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড স্যোসাল ওয়েলফেয়ার মিশন' অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে 'সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড স্যোসাল ওয়েলফেয়ার মিশন' (SUSWM) তাঁকে এই এ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। এই শান্তি সম্মেলনে উপাচার্য প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে দুইদিনের সফরকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অনুরুদ্ধ লোহিয়া-এর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ভারতের এ দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ শিক্ষা ও গবেষণার বিষয়ে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় সমঝোতা চুক্তি রয়েছে।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী ও অধ্যাপক অনুরুদ্ধ লোহিয়াকে তাঁদের সুবিধা মতো সময়ে বাংলাদেশ সফর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান।

ভারতে দুইদিনের সফরকালে গত ১৪ মার্চ ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. অনুরুদ্ধ লোহিয়া-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

গত ২৬ মার্চ ২০১৬ জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

ঢাবি-এ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপিত

নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গত ২৬ মার্চ ২০১৬ শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপিত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাক-হানাদার বাহিনীর আক্রমণে নিহত শহীদদের স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল পরিবার ২৫ মার্চ ২০১৬ সকাল ১০টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত হল প্রাঙ্গণে আয়োজন করে নানা অনুষ্ঠানের। সকাল ১০টায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সন্ধ্যা ৬টায় শহীদদের স্মরণে স্থাপনাশিল্পের প্রদর্শনী, ৭টায় নাটক-কালরাত্রি, রাত ৮টায় দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা আবৃত্তি, ১১টায় মশাল প্রজ্বলন, ১১টা ৫৯ মিনিটে গণসমাধিতে মোমবাতি প্রজ্বলন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অগনিত মানুষ আর অসংখ্য সংগঠন তাদের শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হয় জগন্নাথ হল গণসমাধি স্থলে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক আলোক প্রজ্বলন করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, 'বাঙালি জাতির জন্য ২৫ ও ২৬ মার্চ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। ২৬ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। '২৫ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পাকবাহিনী গণহত্যার সূচনা করেছিল, সেই গণহত্যা নয় মাসব্যাপী তারা চালিয়েছে। এই মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি।' হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. অসীম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল।

২৬ মার্চ সকাল ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কেন্দ্রীয় ভবন ও আবাসিক হলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত হয়ে সকাল ৬টা ১৫মিনিটে জাতীয় স্মৃতিসৌধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপাচার্য। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও সংগঠনের পক্ষ থেকেও পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিটে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা, নৃত্য পরিবেশন করা হয় এবং থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় নাটমণ্ডল প্রাঙ্গণে নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া, জোহর নামাজের পর মসজিদুল জামিয়ায় মোনাজাত এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ প্রার্থনা। দিবসটি উপলক্ষে কার্জন হল ও টিএসসিতে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

কালরাত্রি স্মরণে স্মৃতি চারণ ও আলোর মিছিল

মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে যারা মিথ্যাচার এবং বিতর্ক সৃষ্টির অপপ্রয়াস করেন তাদের বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার হতে হবে -উপাচার্য

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাক-হানাদার বাহিনীর আক্রমণে নিহত শহীদদের স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ২৫ মার্চ ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয় স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান ও আলোর মিছিলের উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি রকীব উদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদসহ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথির বক্তব্যে একাত্তরের বিভীষিকাময় দিনের কথা স্মরণ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত শহীদ শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, একাত্তরের কথা বলে শেষ করা যাবে না। এই স্মৃতি চিরন্তনে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার বাইরে আরও অনেক অজানা নাম রয়েছে, রয়েছে অজানা ইতিহাস। এই ইতিহাসের লিখিত উপাদান কিংবা দলিল হয়তো নেই, এই উপাদান রয়েছে মানুষের মনে। আজকের প্রজন্মকে তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে হবে। জাতি গঠনে জাতির জনকের অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান উপাচার্য। উপাচার্য আরও বলেন, একশ্রেণির রাজনীতিবিদ এই গণহত্যা এমনকি আমাদের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে যে মিথ্যাচার এবং বিতর্ক সৃষ্টির অপপ্রয়াস করেন তার বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার হতে হবে। ইতিহাসের সত্যকে উন্মোচিত করতে হবে। *২য় পৃষ্ঠায়দেখুন*

ঢাবি-এ বসন্ত উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৫ মার্চ ২০১৬ দিনব্যাপী বসন্ত উৎসব-১৪২২ উদযাপিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মলচত্বরে প্রথমবারের মতো এ উৎসবের আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালচারাল সোসাইটি।

উপাচার্য ও কালচারাল সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, বরেণ্য নাট্য ব্যক্তিত্ব আলী যাকের, সংগঠনের মডারেটর সহযোগী অধ্যাপক সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, বসুন্ধরা গ্রুপের কর্মকর্তা সলিমুল্লাহ সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালচারাল সোসাইটির সভাপতি ওয়াসেক সাজ্জাদ ও সাধারণ সম্পাদক আহসান রনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে একটি বর্ণাঢ্য বাসন্তী শোভাযাত্রা বের করা হয়। *২য় পৃষ্ঠায়দেখুন*

গত ২৫ মার্চ ২০১৬ জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে কালোরাত স্মরণে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আলোক প্রজ্বলন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মলচত্বরে প্রথমবারের মতো গত ১৫ মার্চ ২০১৬ দিনব্যাপী বসন্ত উৎসব-১৪২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে একটি বর্ণাঢ্য বাসন্তী শোভাযাত্রা বের করা হয়।

বসন্ত উৎসব

১ম পৃষ্ঠার পর উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সংস্কৃতি আমাদের শক্তি। বাঙালীরা সব সময় সংস্কৃতিমনস্ক। এই সংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী জাতি ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনসহ অন্যান্য সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বাঙালীদের সাথে পাকিস্তানীদের বিভিন্ন বৈষম্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈষম্য ছিল অন্যতম। যে কারণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব সময় আবহমান বাংলার লোকজ সংস্কৃতির রক্ষা, চর্চা ও বিকাশের কথা বলতেন।

সাংস্কৃতিক পর্বের উদ্বোধন করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন। মূলমঞ্চে বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের জাঁকজমকপূর্ণ গ্রামীণ সংস্কৃতির নানা ধরণের পরিবেশনার পাশাপাশি ছিল ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, গীতিনাট্য, নকশী কাঁথার মাঠের মঞ্চায়ন, মঞ্চনাটক, পুঁথি পাঠ, আবৃত্তিসহ লোকজ সংস্কৃতির বেশকিছু পরিবেশনা।

ঢাবি প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত দিনব্যাপী ৭ম বায়োকেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১৯ মার্চ ২০১৬ কার্জন হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করেন। এতে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: ইমদাদুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কবি রফিক আজাদের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট কবি রফিক আজাদের মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, রফিক আজাদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনে তিনি এক নিজস্ব রচনাশৈলী তৈরি করেছিলেন।

উপাচার্য তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, রফিক আজাদ চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১২ মার্চ ২০১৬ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

রফিক আজাদ ১৯৪১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার গুণী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি অভিভাবকদের শাসন উপেক্ষা করে তিনি ভাষা শহীদদের স্মরণে প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহণ করেন। রফিক আজাদ ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে কাদের সিদ্দিকীর সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমিতে 'উত্তরাধিকার' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন, বিরিশিরি উপজাতিয় কালচালার একাডেমি এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাপ্তাহিক রোববারে সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছেন।

কবি রফিক আজাদ ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ২০১৩ সালে রাষ্ট্রীয় একুশে পদক লাভ করেন। এছাড়াও হুমায়ুন কবীর স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৭), আলাওল পুরস্কার (১৯৮১), কবিতালাপ পুরস্কার (১৯৭৯), সুহৃদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯), কবি আহসান হাবীব পুরস্কার (১৯৯১), কবি হাসান হাফিজুর রহমান পুরস্কার (১৯৯৬) এবং ১৯৯৭ সালে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা লাভ করেন।

রফিক আজাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে: অসম্ভবের পায়ে (১৯৭৩), সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে (১৯৭৪), নির্বাচিত কবিতা (১৯৭৫), চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া (১৯৭৭) প্রভৃতি।

রফিক আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অকাল প্রয়াত মেধাবী ছাত্রী নভেরা দীপিতার পিতা।

ডা. রশিদ উদ্দিন আহমদ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

বিশিষ্ট নিউরোসার্জন রশিদ উদ্দিন আহমদ-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশের নিউরোসার্জন হিসেবে পথিকৃৎ ছিলেন রশিদ উদ্দিন আহমদ। ১৯৭০ সালে পূর্ব বাংলায় তিনিই ছিলেন একমাত্র নিউরোসার্জন। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে ঢাকায় যুদ্ধরত আহত মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি গোপনে চিকিৎসা দিতেন।

রশিদ উদ্দিন আহমদের জন্ম নরসিংদী জেলায়। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের শহীদ অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন আহমদের ভাই। ১৯৯৯ সালে তিনি 'স্বাধীনতা পদক' ও ২০০০ সালে 'মাদার তেরেসা' গোল্ড মেডেল লাভ করেন।

উপাচার্য রশিদ উদ্দিন আহমদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, রশিদ উদ্দিন আহমদ গত ১৯ মার্চ ২০১৬ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

নতুন প্রজন্মের সাথে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ

(১ম পৃষ্ঠার পর) জানিয়ে বলেন, তাহলেই জন্ম দিবস উদ্‌যাপন সার্থক হবে। তিনি বলেন, '১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মের পর থেকে সংক্ষিপ্ত জীবনে পর্যায়ে পর্যায়ে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন, তা অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। উপাচার্য বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধু জীবনের একটি মুহূর্তও অযথা ব্যয় করেননি। তাঁর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে বলেন, একটি কুচক্রী মহল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করেছিল। মহলটি তাঁর আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। তবে একটা প্রজন্মের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, অসত্য ইতিহাস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল, আজকেও আমাদের ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতিকে নিয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে। এ অপপ্রচার ও মিথ্যাচারের নিন্দা জানানোর ভাষা নেই, ঘৃণা করি। উপাচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর মুখেও আপসকামীতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তিনি সত্যের পথ অবলম্বন করেছেন, সত্য থেকে বিচ্যুত হননি। তাই আজকের প্রজন্মের সাথে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মূল্যবোধের সেতুবন্ধন তৈরি করে দিতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তা অব্যাহত রেখে আমাদের দায়িত্ববোধের প্রমাণ রাখতে হবে। আমাদের দায়িত্ব পূরণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের প্রতি যে মমতা ও অঙ্গীকার রেখেছেন- অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আমাদের সকলকে কর্মের মধ্য দিয়ে সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এছাড়া, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ আবাসিক হল, হোস্টেল, মসজিদ ও উপাসনালয়ে দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়।

চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সকালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ায় চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩টি গ্রুপে এই প্রতিযোগিতায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল ও কলেজ, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, নীলক্ষেত উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার শিশুরা অংশগ্রহণ করে।

মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর) অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের মহাসচিব দেওয়ান রশিদুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য এ. কে. আজাদ। একাত্তরের কালরাত্রির ভয়াবহতার স্মৃতিচারণ করেন অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক, অধ্যাপক রওশন আরা, শহীদকন্যা রুকাইয়া হুসাইন ও শহীদপুত্র রাশেদুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এসোসিয়েশনের যুগ্ম মহাসচিব রঞ্জন কর্মকার। অনুষ্ঠানে জাগরণের গান পরিবেশন করেন ফাহিম চৌধুরী ও রুকাইয়া হুসাইন।

স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান শেষে মোমবাতি প্রজ্বলন করে আলোর মিছিলের সূচনা করা হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ আ ক ম যাকারিয়ার স্মরণসভা

বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রয়াত আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া স্মরণে এক আলোচনা সভা এবং আলোকচিত্র ও গ্রন্থ প্রদর্শনী গত ১৯ মার্চ ২০১৬ নওয়াব নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকার স্থাপত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর সভাপতিত্বে স্মরণসভায় অধ্যাপক ড. নাজমা খান মসলিশ, অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম খান, সহযোগী অধ্যাপক মিসেস শামীম বানু, মওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ, মওলানা নুরুদ্দিন ফতেহপুরী, অনুবাদক ফাদার সিলভানো গারেল্লো, সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসেন মঞ্জু, আলোকচিত্রী পাভেল রহমান, প্রবীণ ক্রীড়া সংগঠক কাজী আনিসুর রহমান, গবেষক জাকারিয়া মণ্ডল, প্রয়াত আ ক ম যাকারিয়ার কন্যা মাসুমা খাতুন, ছেলে মারুফ শমসের যাকারিয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এ সময় আ ক ম যাকারিয়ার সহধর্মিনী রেহানা বেগমসহ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধাপরাধীর বিচার শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৭ মার্চ ২০১৬ কেন্দ্রের মমতাজুর রহমান তরফদার সভাকক্ষে মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন।

উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে "১৯৫জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার: বহির্বিশ্বের প্রতিক্রিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ১৯৭১ সালের আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তান এবং তাদের এদেশীয় দোসররা এখনো মিথ্যাচার করছে। '৭৫ পরবর্তী এদেশের একজন প্রধানমন্ত্রী, অনেক মন্ত্রী এবং অনেক রাজনীতিবিদ পাকিস্তানের পক্ষপাতিত্ব করছে এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করছে। কিন্তু আমাদেরকে সত্য নিয়ে চলতে হবে। নতুন প্রজন্ম '৭১ দেখেনি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, শহীদদের সংখ্যা নিয়ে যারা কটাক্ষ করছে, মিথ্যাচার করছে, বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে, নতুন প্রজন্ম তাদেরকে প্রতিহত করে সঠিক ইতিহাস জানবে এবং দেশকে ভালোবাসবে।

অধ্যাপক ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন তাঁর প্রবন্ধে বলেন, ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে দালালরা সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকে পরিণত হয়। বিএনপি আমলে তারা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদসহ সর্বত্র জায়গা করে নেয়। ১৮ দলীয় জোটের শরিক দলে জামাতসহ একাধিক ঘাতক দল রয়েছে। যে কারণে তারা মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার সাহস দেখায়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানে নিয়ে পাক যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে দোষীদের বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করেছেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে এবং ইদানিং পাকিস্তান যে ধরণের অকূটনৈতিক সুলভ মনোভাব দেখাচ্ছে তাতে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল আইনের মাধ্যমে দালাল ও পাক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা যায়। বর্তমান সরকারের মানবতাবিরোধীদের বিচার কার্যকরের উদ্যোগকে আমরা তাই সাধুবাদ জানাই এবং দ্রুত বিচার ও বিচারের রায় কার্যকরের আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

সেমিনারের ২য় পর্বে "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ১৯৭১-২০১৬" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন এবং "মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান।

ফরাসিয়ানা উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে সপ্তাহব্যাপী ফরাসিয়ানা উৎসব উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ১৬ মার্চ ২০১৬ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এই উৎসব উদ্বোধন করেন।

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ইফফাত আরা নাসরিন মজিদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সোফি ওবেরসহ ফরাসিভাষী বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কূটনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, জাপানী, চীনা, আরবি, স্প্যানিশ, তুর্কী, ইটালিয়ান ও কোরিয়ান ভাষাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষার উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রদানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় এদেশের জনগণের ১৯৫২ সালের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, মাতৃভাষা সংরক্ষণ এবং সকল মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই হলো বাংলাদেশের ভাষানীতি। ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

কবি জসীম উদ্‌দীন হলের নব-নির্মিত গেটে গত ১৭ মার্চ ২০১৬ কবি জসীম উদ্‌দীন-এর প্রতিকৃতি উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এসময় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদল

ভারতের কলকাতা বোস ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. পারুল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ৮-সদস্য বিশিষ্ট একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদল গত ১৫ মার্চ ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- অধ্যাপক পার্থ মজুমদার, অধ্যাপক ড. বিকাশ কে. চক্রবর্তী, অধ্যাপক অমিতা মজুমদার, ড. ইন্দ্রানী বোস, গীতা তালুকদার এবং কাবেরী চক্রবর্তী।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সাইন্সেস-এর পরিচালক অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী এবং জে. সি. বোস ট্রাস্ট বাংলাদেশের সমন্বয়কারী ড. ফেরদৌসী বেগম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এস. এন. বোস ও জে.সি. বোসের বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প চালুর ব্যাপারে আলোচনা করেন।

জাপানের দুই জন শিক্ষাবিদ

জাপানের কুমামোতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটো-ইলেকট্রো অর্গানিক্স-এর গবেষণা পরিচালক, জাপানের বিজ্ঞান উন্নয়ন সোসাইটির প্রোগ্রাম অফিসার এবং রসায়ন ও প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. হিরোতাকা ইহারা এবং রসায়ন ও প্রাণরসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মাকোতো তাকাফুজি গত ১৭ মার্চ ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাতকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের কোমামোতো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদ্বয়কে ধন্যবাদ জানান।

জাপানের প্রতিনিধিদল

জাপানের কিউশু ইউনিভার্সিটির ইন্টারডিসিপ্লিনারি গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সায়েন্সেস-এর ডিন অধ্যাপক ড. আকিরা হারাতার নেতৃত্বে ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২০ মার্চ ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন অধ্যাপক ড. বিদ্যুৎ বরণ সাহা, অধ্যাপক ড. তানিমতো জুন, অধ্যাপক মাসাফুমি নাগাইশি এবং অধ্যাপক আয়া হাগিশিমা।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: রফিকুল ইসলাম, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার আদিত্য, গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অমূল্য চন্দ্র মণ্ডল, অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার এবং সহকারী অধ্যাপক ড. লিটন কুমার সাহা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা জাইকার আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "বাংলাদেশ-জাপান ইন্টারডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউট" প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, জাপানের কিউশু ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ মাস্টার্স ও পিএইচ ডি প্রোগ্রাম চালুর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার রায় গত ২৪ মার্চ ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ওমানের সুলতান কাবস্ ইউনিভার্সিটির (Sultan Qabous University) কলেজ অব সায়েন্স-এর ডিন অধ্যাপক সালমা আল-কাইনডি গত ১৬ মার্চ ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

ভারতের কলকাতা বোস ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. পারুল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ৮-সদস্য বিশিষ্ট একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদল গত ১৫ মার্চ ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেছে।

জাপানের কিউশু ইউনিভার্সিটির ইন্টারডিসিপ্লিনারি গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সায়েন্সেস-এর ডিন অধ্যাপক ড. আকিরা হারাতার নেতৃত্বে ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২০ মার্চ ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে।

জাপানের কুমামোতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটো-ইলেকট্রো অর্গানিক্স-এর গবেষণা পরিচালক, জাপানের বিজ্ঞান উন্নয়ন সোসাইটির প্রোগ্রাম অফিসার এবং রসায়ন ও প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. হিরোতাকা ইহারা এবং রসায়ন ও প্রাণ রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মাকোতো তাকাফুজি গত ১৭ মার্চ ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগ এবং যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে গত ২২ মার্চ ২০১৬ আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে 'Material Design' শীর্ষক দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

জাপানের গিফু ইউনিভার্সিটির দি ইউনাইটেড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব এগ্রিকালচার সায়েন্স-এর অধ্যাপক হারুয়া কাতো গত ২৪ মার্চ ২০১৬ প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইনের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এইচ এম নূরুন নবী উপস্থিত ছিলেন।

প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন)-এর সাথে জাপানের অধ্যাপকের সাক্ষাৎ

জাপানের গিফু ইউনিভার্সিটির দি ইউনাইটেড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব এগ্রিকালচার সায়েন্স-এর অধ্যাপক হারুয়া কাতো গত ২৪ মার্চ ২০১৬ প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইনের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এইচ এম নূরুন নবী উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের গিফু ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের সম্ভাব্যতা নিয়েও মত প্রকাশ করেন। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করায় অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স সোসাইটি আয়োজিত দুইদিনব্যাপী বিজ্ঞান উৎসব সমাপ্ত

ঢাকা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স সোসাইটির আয়োজনে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞান উৎসব (Tech Valley Solutions LTD-DUSS Science Festival)। উৎসবে অংশ নেয় ঢাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচশত শিক্ষার্থী। গত ১৮ মার্চ ২০১৬ প্রতিযোগিতা শেষে কার্জন হলে সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন পুরস্কার বিতরণ করেন। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি সায়েন্স সোসাইটির মডারেটর বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক লাফিফা জামাল, সোসাইটির সভাপতি ফকরুল ইসলাম ফাহাদ, Tech Valley Solutions Ltd. এর কর্ণধার মাহফুজ আলী সোহেল, ম্যাটাডোর গ্রুপের বিক্রয় শাখার প্রধান মোহাম্মদ জহির উদ্দিন।

উল্লেখ্য, গত ১৭ মার্চ ২০১৬ বিজ্ঞান ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা দিয়ে উৎসবের শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪০টির মতো টিম অংশগ্রহণ করে। এতে স্কুল ভিত্তিক কুইজে চ্যাম্পিয়ন হয় ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এবং রানার-আপ হয় qcl quarts। কলেজ ভিত্তিক কুইজে চ্যাম্পিয়ন হয় ঢাকা সিটি কলেজ ও রানার-আপ হয় ঢাকা কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক কুইজে চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি পৃথক দল। ১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় ফিজিক্যাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স ও গণিত প্রতিযোগিতা। এছাড়াও রোবোরেস প্রতিযোগিতা, রুবিক্স কিউব প্রতিযোগিতা এবং প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান অনুপ্রাণিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। বিজ্ঞান উৎসবে দুটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রথম সেমিনারের মূল বক্তা ছিলেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য এবং বাংলাদেশ বায়োলজি অলিম্পিয়াডের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো: শহীদুর রশীদ ভূইয়া এবং দ্বিতীয় সেমিনারের মূল বক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম।

জাতীয় হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

গত ১১ মার্চ ২০১৬ বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় হাই স্কুল প্রোগ্রামিং ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন রবি আজিয়াটা লিমিটেডের চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড পিপল অফিসার মতিউল ইসলাম নওশাদ, বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান এবং অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির পরিচালক ড. কাজী মুহাইমিন-আস-সাকিব।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজিতে শুরু হয় কুইজ ও প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় প্রায় ১ হাজার ১০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এতে দুই ক্যাটাগরিতে ১০০জন এবং কুইজে তিন ক্যাটাগরিতে মোট ৪০জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগ এবং যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে গত ২২ মার্চ ২০১৬ আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে 'Material Design' শীর্ষক দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃটিশ কাউন্সিলের আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগ পরিচালিত 'ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটিজিক পার্টনারশিপ ইন এডুকেশন এন্ড রিসার্চ' প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের 'ইংলিশ রাইটিং সার্ভিস' প্রকল্পের টিম লিডার অধ্যাপক তাহমিনা আহমেদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। ইংরেজি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. রুবিনা খান স্বাগত বক্তব্য দেন। এছাড়া, যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডায়ান স্লাউটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

গত ১৬ মার্চ ২০১৬ দিবাগত রাত ১২:০১ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৬তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে কেক কেটে কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে গত ২৬ মার্চ ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাটমণ্ডল প্রাঙ্গণে বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ছবিতে বিভাগের শিক্ষার্থীদের সংগীত পরিবেশন করতে দেখা যাচ্ছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে গত ১৭ মার্চ ২০১৬ সংগীত বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এসময় প্রো-উপাচার্য ((প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

'সৃজনশীল প্রজন্ম সুন্দর আগামী' স্লোগান নিয়ে 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৬' উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক উদ্বাধনী র‍্যালি গত ১৫ মার্চ ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে র‍্যালিটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

গত ১১ মার্চ ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় হাই স্কুল প্রোগ্রামিং ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ২০১৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি।

শামসুন নাহার হলে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান এবং পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন নাহার হলে 'শামসুন নাহার মাহমুদ ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক ও বৃত্তি, প্রভোস্ট বৃত্তি এবং বার্ষিক সাহিত্য-সংস্কৃতি ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা'র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১৯ মার্চ ২০১৬ শনিবার সন্ধ্যায় হলের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক ও সনদপত্র তুলে দেন। একই সঙ্গে উপাচার্য হলের বার্ষিক সাহিত্য-সংস্কৃতি ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও পুরস্কার বিতরণ করেন।

শামসুন নাহার মাহমুদ ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে "অগ্নি পরিধির মাঝে দাঁড়িয়ে শুনিয়েছেন কিণ্নর কণ্ঠ" শীর্ষক ফাউন্ডেশন বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিকর্মী অধ্যাপক কাজী মদিনা। সদস্য-সচিবের বক্তব্য রাখেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রিন্সিপ্যাল হাউস টিউটর সৈয়দা মমতাজ শিরিন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথির বক্তব্যে শুরুতেই বৃত্তিপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সমান সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। শিক্ষায় ছাত্রীরা অনেক দূর এগিয়ে আছে। সকল পেশায় মেয়েরা আছে। আজকের ছাত্রীরা আগামী দিনের বাংলাদেশ পরিচালনা করবে, নেতৃত্ব দিবে। শামসুন নাহার মাহমুদ নারী শিক্ষা ও নারীর সামাজিক উন্নয়নে আজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নবীণ শিক্ষার্থী ও পদকপ্রাপ্তদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে, তাঁকে আরও জানার চেষ্টা করতে হবে।

অধ্যাপক কাজী মদিনা তাঁর বক্তৃতায় নারী জাগরণের অগ্রদূত মহিয়সী শামসুন নাহার মাহমুদের বর্ণাঢ্য জীবনের প্রসঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন, ভোটাধিকার, নারীমুক্তি ও শিশু অধিকার বিষয়ে তাঁর অবদান উপস্থাপন করেন।

২০১৬ শিক্ষাবর্ষে শামসুন নাহার মাহমুদ ফাউন্ডেশনের স্বর্ণপদক পেয়েছেন- খাদিজা রহমান (দর্শন বিভাগ)। মেধাবৃত্তি লাভ করেছেন- তাসলিমা আক্তার (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ), শারমিন আক্তার (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ), সামিয়া নাজ (শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ), নুশমা রহমান (পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট), সালওয়া মো. মোস্তফা (জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগ)। সাধারণ বৃত্তি পেয়েছেন- মাধুরী পাল (উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ), লিপি খাতুন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ), আউলিয়া আক্তার (মার্কেটিং বিভাগ), জলি রানী কর (ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ), আসমা খাতুন (দর্শন বিভাগ) ও জেসমিন আক্তার (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ) এবং এককালীন বই সাহায্য বৃত্তি পেয়েছেন শারমিন আক্তার (ইংরেজি বিভাগ) ও নাজমীন আক্তার (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ)।

কুয়েত মৈত্রী হলে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান এবং পুরস্কার বিতরণ

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের 'বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ এবং মৈত্রী ফাউন্ডেশন কর্তৃক স্বর্ণপদক ও বৃত্তিপ্রদান' অনুষ্ঠান হলের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান করেন। একই সঙ্গে হলের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন প্রো-উপাচার্য।

বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মুবিনা খোন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে "বিজ্ঞান ও নারী" শীর্ষক মৈত্রী ফাউন্ডেশন বক্তৃতা প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসিনা খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতেই প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন স্বর্ণপদক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা এবং ফাউন্ডেশন বক্তাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বিজ্ঞানে নারীরা এখন অনেক এগিয়ে রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীরা প্রতিবছর মেধার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। শুধুমাত্র বিজ্ঞানেই নয় খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকান্ডসহ সর্বক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে রয়েছে। ভবিষ্যতেও তারা আরও এগিয়ে যাবে। আর নারীরা যদি এগিয়ে যায় তবেই দেশে শান্তি বিরাজ করবে, পৃথিবী এগিয়ে যাবে।

পরে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান করেন। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে মৈত্রী ফাউন্ডেশনের স্বর্ণপদক পেয়েছেন - মাহমুদা আক্তার পলি (শেষ বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ)। মেধাবৃত্তি লাভ করেছেন - মোসা: আমিনা খাতুন (শেষ বর্ষ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ), মেহজাবিন ইসলাম (শেষ বর্ষ, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ), প্রীতি কনা শিকদার (শেষ বর্ষ, আইন বিভাগ), নাহিদা সুলতানা প্রীতি (শেষ বর্ষ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ), সিনথিয়া হোসেন (শেষ বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ), আজরিন আফরিন শেষ বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ) ও জাকিয়া রহমান (শেষ বর্ষ, মার্কেটিং বিভাগ)। সাধারণ বৃত্তি পেয়েছেন- আফরিন সুলতানা (২য় বর্ষ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ), উম্মে হানিয়া (৩য় বর্ষ, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ), রুমানা আফরোজ রিমি (৩য় বর্ষ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ), নাছিমা খাতুন (১ম বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) ও সোহানা আক্তার (১ম বর্ষ, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ) এবং এককালীন বই সাহায্য বৃত্তি পেয়েছেন মোসা: মূর্শিদা খাতুন (১ম বর্ষ, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট), সাবিনা (১ম বর্ষ, উর্দু বিভাগ), ছামছুন্নাহার সুমি (১ম বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ) ও মোসা: মাফরুহা বিথী (১ম বর্ষ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ)।

এছাড়া, বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন জান্নাত-ই-ফেরদৌস ও রানার্স আপ হয়েছেন পায়েল ব্যানার্জী এবং সাহিত্য প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শ্যামা দাশ ও রানার্স আপ হয়েছেন নাঈমা নওরীন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫